

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪

অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

## ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও অপব্যয় : কারণ, ক্ষতি ও প্রতিকার

মোস্তফা কামাল\*

মোবারক হোসেন\*\*

[সারসংক্ষেপ : মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হলো আয় ও ব্যয়। জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আয় অনুযায়ী ব্যয় করা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন অপচয় ও অপব্যয় না করা। অথচ মানবসমাজে অপচয় ও অপব্যয় অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বেড়েছে। এর প্রভাবে ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রভাবিত হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে অপচয় ও অপব্যয়ের পরিচয়, কারণ, কিছু দৃষ্টান্ত, এর ক্ষতিকর দিকসমূহ, কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে অপচয় ও অপব্যয় বন্ধের নির্দেশনাসমূহ পেশ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে শরী‘আহর নির্দেশনা জানা যাবে, যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে থেকে এই দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে সহায়ক হবে।]

### ভূমিকা

জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করা এবং সম্পদ ভোগ করার অনুমতি ও নির্দেশ প্রত্যেক ধর্ম ও সভ্যতায় রয়েছে। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম বা সভ্যতায় ইসলামের মত আয়-ব্যয়কে নিয়মনীতির মধ্যে আনেনি। ইসলাম একদিকে যেমন হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছে, অপরদিকে হালাল উপায়ে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ হালাল পথে ও পদ্ধতিতে ব্যয় করারও নির্দেশ দিয়েছে। মানবসমাজে অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় আজ একটি বৈশ্বিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ ইসলাম এটিকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

### ইসরাফ (الإسراف) ও তাবযীর (التبذير) এর অর্থ

আরবী “ইসরাফ” (الإسراف) শব্দের শাব্দিক অর্থ হল সীমালঙ্ঘন, অপচয়, অপব্যয়, অমিতব্যয়, বাড়াবাড়ি, মাত্রাতিরিক্ততা, অপরিমিতি।<sup>১</sup> কিন্তু কতিপয় বিজ্ঞ আলিম

\* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

\*\* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

<sup>১</sup> ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৭৮

“ইসরাফ” শব্দকে ব্যয় করা ও খাওয়ার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আলী আল-জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হি.) রহ. “ইসরাফ”-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:

الإسراف إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس وتجاوز الحد في النفقة وقيل أن يأكل الرجل ما لا يحل له أو يأكل مما يحل له الاعتدال ومقدار الحاجة

ইসরাফ হল কোন নিকৃষ্ট বা তুচ্ছ উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। এও বলা হয়ে থাকে যে, ইসরাফ হল অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করা অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করা।<sup>২</sup>

উপরোক্ত অর্থ থেকে ইসরাফের সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি যে, মানুষ তার কথা এবং কাজে সীমালঙ্ঘন করা। যদিও “ইসরাফ” শব্দটি খরচের সাথে ব্যবহার হওয়াই প্রসিদ্ধ।

ইসরাফ ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পদ সদকা করে দিলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।<sup>৩</sup>

ইসরাফ ধনী-দরিদ্র উভয়ের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আবার তা পরিমাণগত দিক দিয়ে ও পদ্ধতিগত দিক দিয়েও হয়ে থাকে। এ জন্যই বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সুফইয়ান আছ-ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) রহ. বলেন,

ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف ، وإن كان قليلا

তুমি আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে যা খরচ কর তাই ইসরাফ বা অপচয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।<sup>৪</sup>

ইবনু আব্বাস রা. বলেন, من أنفق درهما في غير حقه فهو سرف

যে ব্যক্তি অযথা কাজে এক দিরহামও খরচ করল তাই অপচয়।<sup>৫</sup>

অভিধানে “তাবযীর” অর্থ লেখা হয়েছে, অপচয়, অপব্যয়, বাজে খরচ, অমিতব্যয় ইত্যাদি।<sup>৬</sup> এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো إلقاء البذر وطرحه অর্থাৎ বীজ ছিটানো ও নিক্ষেপ

<sup>২</sup> আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, আত-তা‘রীফাত, বৈরুত : দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ১৪০৫ হি., পৃ. ৩৮

<sup>৩</sup> আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১

<sup>৪</sup> রাগিব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ২৩০

<sup>৫</sup> ইমাম কুরতুবী, আল-জামি‘ লি আহ্কামিল কুরআন, বৈরুত : দারুল ইহুইয়াইত তুরাখিল ‘আরাবী, ১৯৮৫ খি./১৪০৫ হি., খ. ১৩, পৃ. ৭৩

<sup>৬</sup> ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

করা। এ থেকে শব্দটি রূপকভাবে অর্থসম্পদ অযথা ব্যয় করার অর্থে বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।<sup>১</sup> আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا﴾ “তুমি অপব্যয় করবে না।”<sup>২</sup>

ফকীহগণ “তাবযীর”কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

عدم إحسان التصرف في المال ، و صرفه فيما لا ينبغي

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার না করা, তা অনুচিত কাজে ব্যয় করা।<sup>৩</sup>

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরাফের তুলনায় তাবযীর খাস বা নির্দিষ্ট। কেননা তাবযীর হল খারাপ কাজে সম্পদ ব্যয় করা, আর ইসরাফ হল যে কোন কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা।

আবার বিশিষ্ট ফাকীহ ইবনু আবিদীন (১১৯৮-১২৫২ হি.) রহ. অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরাফ ও তাবযীরের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

والتبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف والتحقيق أن بينهما فرقا وهو أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي والتبذير صرفه فيما لا ينبغي

তাবযীর শব্দটি ইসরাফের অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে, এটাই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইসরাফ হল প্রয়োজনীয় কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা আর তাবযীর হল অপাত্রে খরচ করা।<sup>৪</sup>

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০ হি.) রহ. বলেন,

والتبذير : الجهل بمواقع الحقوق ، والسرف الجهل بمقادير الحقوق

তাবযীর হলো খরচের যথার্থ স্থান সম্পর্কে অজ্ঞতা আর সারফ হলো খরচের যথার্থ পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা।<sup>৫</sup>

### অপচয় ও অপব্যয়ের কারণ

অপচয় ও অপব্যয়ের বহু কারণ রয়েছে। এর মধ্য থেকে কয়েকটি মৌলিক কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. রাগিব ইস্পাহানী, প্রাণ্ডু, পৃ. ৪০

২. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬

৩. ইমাম আন-নাবাতী, তাহরীরু আলফাজিত তানবীহ, দামেশক : দারুল কলম, ১৪০৮ হি., পৃ. ২০০

৪. ইবনু আবিদীন, তাকমীলাতু হাশিয়াহ রদুল মুহতার, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খ্রি., খ. ০১, পৃ. ৩৫১

৫. আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী, আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ-দীন, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৩৯৮ হি., পৃ. ১৮৭

০১. **দীন সম্পর্কে অপচয় ও অপব্যয়কারীর অজ্ঞতা** : যে দীন তাকে বিভিন্ন ভাবে অপচয় ও অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে সেই দীন সম্পর্কে অপচয় ও অপব্যয়কারীর অজ্ঞতা অপচয় ও অপব্যয়ের অন্যতম কারণ। সে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হলে তার দ্বারা অপচয় করা সম্ভব হত না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

তোমরা পানাহার করো, কিন্তু অপচয় করো না।<sup>৬</sup>

অপচয়কারীকে দুনিয়াতে আফসোস ও লজ্জিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾

এবং তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ের সাথে শৃঙ্খলিত করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃশ্ব হয়ে বসে পড়বে।<sup>৭</sup>

অপচয়কারীর জন্য আখিরাতে রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ - فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ - وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ - لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ - إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾

বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগ্য তারা! তারা থাকবে প্রখর বাষ্প এবং উত্তপ্ত পানিতে এবং ধূমকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। তারা ইতঃপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল।<sup>৮</sup>

অপচয়কারীর দীন সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলাফল হল, বৈধ জিনিস গ্রহণ করতে সে সীমালঙ্ঘন করে। আর এটাই তাকে শারীরিক ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই অলসতা তার উপর চেপে বসে। উমর রা. বলেন,

إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسد ، مورثة للسقم ، مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيما فإنه أصلح للجسد ، وأبعد من السرف

তোমরা সীমতিরিক্ত পানাহার থেকে সাবধান থাকো। কেননা অতিরিক্ত পানাহার শরীরের জন্য ক্ষতিকর, রোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক, সালাত থেকে অলসকারী। তোমরা

৬. আল-কুরআন, ০৭ : ৩১

৭. আল-কুরআন, ১৭ : ২৯

৮. আল-কুরআন, ৫৬ : ৪১-৪৫

পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, তা শরীরের জন্য উপকারী, তা দ্বারা অপচয় থেকেও বেঁচে থাকা যায়।<sup>১৫</sup>

**০২. পারিবারিক প্রভাব :** মানুষ শিশুকালে তার মা-বাবার আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মা-বাবা যদি অপচয়কারী হয়ে থাকে তাহলে সন্তানও অপচয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে। এ জন্যই স্বামী-স্ত্রীকে দীন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আর তা সন্তানের কল্যাণের জন্যই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُفْرَأَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।<sup>১৬</sup>

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেন,

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك

মেয়েদেরকে চারটি গুণ দেখে বিয়ে করা হয়; তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী (ধর্ম পালন)। তুমি দীনদার মেয়েকে বিবাহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দাও। অন্যথায় তোমার ধ্বংস অনিবার্য।<sup>১৭</sup>

**০৩. বাস্তব জীবনের প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীনতা:** বেশিরভাগ মানুষ অর্থ-সম্পদ হাতে আসলেই হিসেব ছাড়া খরচ করে। সে একটি বার ভেবে দেখে না যে, দুনিয়ার জীবন সর্বাবস্থায় সমান থাকে না। আজকে হাতে অর্থ আছে কালকে নাও থাকতে পারে। তাই প্রত্যেকের উচিত, আল্লাহর দেয়া প্রতিটি নি'আমত যথাযথভাবে খরচ করা। আজকের অত্যাবশ্যিকীয় ব্যয় নির্বাহ করে বাকী অর্থ-সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখা উচিত। যা তার বিপদের সময় কাজে আসবে।

**০৪. দুঃখের পরে সুখ আসা :** অধিকাংশ মানুষ যারা অসচ্ছল ও দরিদ্রাবস্থায় দিনাতিপাত করে অথবা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করে তারা ঐ সময় ধৈর্য ধারণ করে। কিন্তু তারা যখন হঠাৎ করে ধনী হয়ে যায় কিংবা

<sup>১৫</sup>. ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী, *আল-আদাব আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল মানহুল মারইয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৩৯১ হি., খ. ০২, পৃ. ২০১

<sup>১৬</sup>. আল-কুরআন, ২৪ : ৩২

<sup>১৭</sup>. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল-আকফাই ফিদ-দীন, বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং- ৪৮০২

সুখের জীবন পায় তখন তারা জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তারা বেহিসেবি হয়ে পড়ে। অপচয়ের এটিও একটি অন্যতম কারণ।

**০৫. অপচয়কারীদের সঙ্গ :** অপচয়ের অন্যতম কারণ হলো অপচয়কারীদের সঙ্গ ও সাহচর্য। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ তার সঙ্গীর চরিত্র গ্রহণ করে, তাই সঙ্গী অপচয়কারী হলে তার অন্যান্য সঙ্গীও অপচয়কারী হয়ে যাবে। নবী স. বলেছেন,

الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَن يُخَالِلُ

ব্যক্তি তার সঙ্গীর চরিত্র গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে।<sup>১৮</sup>

**০৬. পরিচিতি ও খ্যাতির আশা করা :** অপচয়ের এটিও একটি কারণ যে, মানুষের সামনে নিজের খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করা। আর তখনই মানুষ অন্যের সামনে নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য তার সম্পদ অকাতরে খরচ করে। মূলত এর মাধ্যমে সে অপচয়ের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যা সম্পূর্ণ হারাম।

**০৭. অন্যের অঙ্ক অনুসরণ :** মানুষ অন্যের অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের বড়ত্ব ও দানশীলতা প্রকাশের জন্য অপচয় করে থাকে।

**০৮. অপচয়ের ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন থাকা:** মানুষের জানা উচিত যে, অপচয় ও অপব্যয়ের পরিণাম মারাত্মক ও ভয়াবহ। মানুষ এই খবর জানে না কিংবা জানলেও এ সম্পর্কে উদাসীন। তাই সে অপচয় করে।

### অপচয় ও অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী রহ. অপচয় ও অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এভাবে, “তৃপ্ত হওয়ার পরেও খাওয়া, বৈধ জিনিস অতিরঞ্জিত করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য খাবার টেবিলে রাখা, রুটির সাইড বাদ দিয়ে শুধু মাঝখান থেকে খাওয়া, রুটির যে অংশ ফুলে উঠে শুধু সেই অংশটুকুই খাওয়া যেমনটি অনেক মূর্খ ব্যক্তির করে থাকে, কোন লোকমা হাত থেকে পড়ে গেলে তা না উঠানো ইত্যাদি।”<sup>১৯</sup>

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়াদী রহ. বলেন, “অপচয় হল, দুনিয়াতে কোন উপকার পাওয়া যায় না, আখিরাতেও কোন প্রতিদান পাওয়া যায় না, এমন কাজে সম্পদ ব্যয় করা। এর মাধ্যমে সে শুধু দুনিয়াতে অপমান ও আখিরাতে পাপের অংশীদার হয়। যেমন

<sup>১৮</sup>. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : মান ইউমারু আই ইউজালাসা, বৈরুত : দারুন্নি কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৪৮৩৫

<sup>১৯</sup>. মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী, *আল-কাসব*, পৃ. ৭৯-৮৩

বিভিন্ন হারাম কাজে বিশেষ করে মদ পানের জন্য, অশ্লীল কাজে, নির্বোধ ব্যক্তিকে, গায়ক-গায়িকা, কৌতুক অভিনেতাকে টাকা-পয়সা দেওয়া। যা কবীর গুনাহ। অপচয় হল, প্রয়োজন ছাড়াই বাড়ি নির্মাণ করা। অথচ সে ঐ বাড়িতে বসবাসই করবে না। অপচয় হল, খুব দামী-বিছানা ক্রয় করা, স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাবপত্র ব্যবহার করা। বাড়িতে বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত আসবাবপত্র রাখা ইত্যাদি।<sup>২০</sup>

তিনি আরও বলেন, “তবে যে ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়া যায়, জ্ঞানী লোকদের নিকট প্রশংসা পাওয়া যায় তা দান হিসেবে গণ্য হবে, অপচয় নয়। এর পরিমাণ যতই বেশী হোক না কেন। পক্ষান্তরে ইসলাম বহির্ভূত কাজে ব্যয় করা, যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পাপী হিসেবে আর জ্ঞানীদের নিকট লাঞ্চিত হিসেবে গণ্য হবে তাই অপচয় ও অপব্যয়, পরিমাণে তা যতই কম হোক না কেন।”<sup>২১</sup>

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ অবস্থা উক্ত অপচয়ের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। এখন আমরা অপচয় ও অপব্যয়ের আরো কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব :

**০১. ধূমপান ও নেশা গ্রহণ :** নিঃসন্দেহে যে কোন প্রকার ধূমপান ও নেশা গ্রহণ মানুষের জন্য বিধ্বংসী মারণাজ্ঞ। কিন্তু ধূমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের বাজার এত সয়লাব হয়েছে যে, মুসলিম বিশ্বেও মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হচ্ছে এই ধ্বংসাত্মক নেশা জাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। যদিও ইদানীং স্বাস্থ্য সচেতনার কারণে কিছু দেশে ধূমপানের পরিমাণ কমে এসেছে, কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে এর পরিমাণ বেড়েই চলেছে। মুসলিম বিশ্বও এর থেকে পিছিয়ে নেই। এক জরিপে দেখা গেছে, এশিয়ার ৩০% লোক ধূমপান করে। যা আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে।<sup>২২</sup> আরব দেশসমূহে প্রতি বছর মদের ব্যবসায় ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়।<sup>২৩</sup>

**০২. অতিভোজন :** মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে হজম করতে পারে না। ফলে সে বদহজমীতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অতিভোজনের ফলে ভুরি বেড়ে যায়, চর্বি বৃদ্ধি পায়। এতে শ্বাসকষ্ট হয়। হার্ট এ্যাটাকেরও সম্ভাবনা থাকে। ডায়রিয়াও হয়ে থাকে অতিভোজনের ফলে। আর এভাবেই মানুষ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, মানসিকভাবেও সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

<sup>২০.</sup> আবুল হাসান আল-মাওয়াদী, *নাসীহাতুল মুলুক*, কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ, ১৪০৩ হি., পৃ. ৩৬

<sup>২১.</sup> প্রাণ্ড

<sup>২২.</sup> *মাজাল্লাতুল নূর*, আল-ইসতিমার আস-সাজাহীরী, সফর : ১৪১০ হি:, কুয়েত, পৃ. ৬-১০

<sup>২৩.</sup> *মাজাল্লাতুল ইকতিসাদ আল-ইসলামী*, দুবাই, সংখ্যা : ১৩১, শাওয়াল, ১৪১২, পৃ. ১৮

**০৩. খাদ্য ক্রয়ের সময় পূর্বের ভুল অভ্যাসের চর্চা :** অনেক সময় মানুষ তার অভ্যাসবশত অনেক জিনিস ক্রয় করে থাকে, অথচ এগুলোতে তার কোন প্রয়োজন নেই। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক মানুষ বেশি দামে লাল আপেল ক্রয় করে অথচ পুষ্টির ক্ষেত্রে লাল আপেলের কোন বিশেষত্ব নেই। আবার বিভিন্ন কোম্পানী তাদের নতুন পণ্য বিক্রির জন্য বিভিন্ন ধোঁকারও আশ্রয় নেয়, আর মানুষও বেশি দাম দিয়ে ক্রয় করে। এর মাধ্যমেও অপচয় ও অপব্যয় হয়। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ঘোষণার মাধ্যমেও মানুষকে ধোঁকায় নিমজ্জিত করা হয়। যেমন, দশটি পণ্য একসাথে ক্রয় করলে ২০০ টাকার প্রাইজবন্ড। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তির দশটি পণ্যের প্রয়োজন নেই সেও দশটি পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে অপচয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

**০৪. ফ্যাশন পাগল ও বিভিন্ন পণ্যের উদ্ভাবন :** দৈনন্দিন ফ্যাশনের পরিবর্তন ও বিভিন্ন পণ্যের উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে বেশি অপচয়ে লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এসব দৈনন্দিন পরিবর্তিত ফ্যাশন তাদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে না। বরং ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তারা এতে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। আর তাদের মনে এই বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই সব অত্যাধুনিক আসবাবপত্র গ্রহণ না করাটা আধুনিকায়ন ও প্রগতিশীলতার বিরোধিতা করে পিছনের দিকে ফিরে যাওয়ার নামান্তর। এই ফ্যাশনে বেশি আক্রান্ত হয়েছে নারীরা। যেমন নিত্য নতুন গাড়ির চাহিদা, নিত্য নতুন মোবাইল, আরো বিভিন্ন উন্নত আসবাবপত্রের আবিষ্কার হচ্ছে, যার মাধ্যমে মানুষ অপচয়ে নিমজ্জিত হচ্ছে। বিশেষ করে ধনী শ্রেণীরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তারা প্রতিনিয়ত এসব জিনিস অনেক টাকা ব্যয় করে পরিবর্তন করছে। আবার অনেকে কোন জিনিস ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ার পূর্বেই পরিত্যাগ করছে। বস্তুত এগুলো একদিকে অপচয়, অন্যদিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংস করা।

### অপচয় ও অপব্যয়ের ক্ষতিকর দিকসমূহ

অপচয় ও অপব্যয়ের যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমনকি আন্তর্জাতিক ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ফেলে। অযথা খরচ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে যেমন বিশৃঙ্খল করে, তেমনি ব্যক্তির আখিরাতকেও নষ্ট করে। নিম্নে অপচয় ও অপচয়ের কিছু ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হলো,

**০১. অপচয় ব্যক্তি ও পরিবারে বৈষম্য সৃষ্টি করে :** অপচয়ের জন্য মানুষ উপরি ইনকামের প্রতিবন্ধকে পড়ে। এ জন্য মানুষ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতেও

দ্বিধাবোধ করে না। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবী স. বলেছেন, كُلُّ حَسَدٍ نَبَتْ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ শরীর যা হারাম দ্বারা গঠিত, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।<sup>২৪</sup>

০২. অপচয় তাড়াহুড়া ও অপরিণাম দর্শিত্য প্ররোচিত করে : অপচয়ের মাধ্যমে মানুষ হঠাৎ করে যে কোন কাজ করে বসে, পরিণতির প্রতি চিন্তা করে না। মানুষ তার উপর অপিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না, আর এর পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ, যা মানুষকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। আর হিংসা-বিদ্বেষে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

০৩. অপচয়ের মাধ্যমে পাপের চর্চা হয় : অপচয়ের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার করে এবং তার আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সে মনে মনেও অনেক পাপের বিষয় গোপন করে রাখে, কারণ মানুষ পেটপুরে খেলেই সেখানে শয়তান অবস্থান গ্রহণ করে। এ জন্যই নবী স. বলেছেন :

مَا مَلَآ أَدَمِيَّ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتِ يَقْمَنُ صُئْبُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتَلَّتْ لَطْعَامَهُ ، وَتَلَّتْ لَشْرَابِهِ ، وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ

“আদম সন্তান তার পেটের তুলনায় অন্য কোন খারাপ পাত্র ভর্তি করে না। মানুষের জন্য তো কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট, যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা করে রাখবে। আর যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় আর এক-তৃতীয়াংশ নিশ্বাসের জন্য রাখবে।”<sup>২৫</sup>

০৪. পরিবেশের উপর অপচয়ের প্রভাব : পরিবেশের অবক্ষয়ের জন্য অপচয় অন্যতম প্রধান দায়ী। অপচয় বিভিন্ন প্রকার হলেও এর ক্ষতিকর প্রভাব একই, আর তা হল ক্ষেত-খামার ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের চরম অধঃপতন।

০৫. অপচয় ও সৌখিনতা : সৌখিনতা মানুষকে বিলাসী করে তোলে, যা মানুষকে খারাপ কাজে অগ্রগামী করে। সে সংগ্রাম ও ত্যাগের মানসিকতা পরিত্যাগ করে। যা মূলত অপচয়ের ফলাফল।

০৬. অপচয় ও প্রবৃত্তি : অপচয় হল মূলত প্রবৃত্তির অনুসরণ। প্রবৃত্তি যা আদেশ করে সে তাই করে, প্রবৃত্তি যা নিষেধ করে তা সে করে না। এক্ষেত্রে

<sup>২৪</sup>. ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, ১৪১০ হি., খ. ৫, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-৫৭৫৯

<sup>২৫</sup>. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আয-যুহুদ, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফী কারাহিয়াতি কাছরাতিল আকলি, বৈরুত : দারুল ইহুইয়াইত তুরাখিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-২৩৮০। হাদীসটির সনদ হাসান।

আল্লাহর এই বাণীর অনুসরণই বুদ্ধিমানের কাজ, ﴿ وَلَا تُبْذِرْ بُيُوتَكَ ﴾ “আর তুমি অপব্যয় করো না।”<sup>২৬</sup> যে ব্যক্তি এক মাসের খরচ এক দিনে ব্যয় করবে, তাকে বাকী দিনগুলোতে কষ্ট করতে হবে। আর যে ব্যক্তি ভারসাম্য রক্ষা করে চলবে সে প্রশান্ত চিন্তে দিন কাটাতে পারবে।

০৭. অপচয়ের মাধ্যমে মানুষ অন্যদের প্রতি যত্নহীন হয়ে পড়ে। তবে সে তখনই টের পায় যখন সে সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়। যেমন ইউসুফ আ. থেকে বর্ণিত আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনি তো কখনো পরিতৃপ্ত হয়ে খান না? তিনি বললেন, আমি যদি পরিতৃপ্ত হয়ে খাই তাহলে ক্ষুধা কী জ্বালা তা আমি ভুলে যাব।<sup>২৭</sup> অপচয়কারী তো আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে ভুলে থাকে, সে কিভাবে অন্যদের প্রতি গুরুত্ব দিবে?

### অপচয় ও অপব্যয় : মানুষের বাস্তবতা

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে পানাহারের বিষয়টি পুরাতন। পানাহার-এর বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ-এর বিধানই মুসলিমদের অনুসরণ করতে হবে। এমনকি ফিকহের কিতাবগুলোতে খাদ্য ও পানীয়ের জন্য আলাদা করে অধ্যায় রচিত হয়েছে। সেখানে হারাম খাদ্য গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে, খাদ্যের আদব রক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে পানাহার, অতিভোজন অপচয় ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আর এভাবেই খাদ্য ও পানীয়ের কোম্পানীগুলো অর্থ ধ্বংস করে চলেছে। অতিভোজনের জন্যই বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট খোলা হচ্ছে। দুদিন পর পর নানা রকমের বিলাসী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট লোকদের অন্ধ অনুকরণের পিছনে মুসলিমরাও ছুটে চলেছে। অধিকাংশ মানুষের জীবনেই তাদের জীবন, অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অপচয় করাটাই অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এমনকি আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ব্যয়বহুল আর আমাদের রমযান মাস ইবাদত ও তাহাজ্জুদের পরিবর্তে অপচয়ের মৌসুমে পরিণত হয়েছে।

মানুষ তার জীবনে চলার পথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকে। যেমন : আল্লাহর ইবাদত, পৃথিবী বসবাসযোগ্য করে গড়ে তোলা ও সেখানে কল্যাণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, এ জন্যই সে খাদ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী। যাতে করে সে বড় হয়, জীবনধারণ করতে পারে, চলাফেরা ও কাজ কর্ম করতে পারে। এ জন্য সে পানির প্রয়োজন বোধ করে। যেহেতু পানি ছাড়া মানুষ বেশি দিন বাঁচতে পারে না, সেহেতু বেঁচে থাকার তাগিদেই সে পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী। ঠিক তদ্রূপ বিভিন্ন প্রকারের

<sup>২৬</sup>. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬

<sup>২৭</sup>. মুহাম্মাদ কুররা আলী, *সানাবিল্লুয যামান*, বৈরুত : মুআস্সাসাতু নাওফাল, ১৯৮৬, পৃ. ২৬৪

খাদ্য পরিমাণ মত গ্রহণ করা মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়েকে শক্তিশালী ও সুস্থতা দান করে। আবার একই খাদ্য গ্রহণ করা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। এ জন্যই বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য তাকে গ্রহণ করতে হয়, যেমন : পানীয়, সুগার, প্রোটিন, তেল, চর্বি, ভিটামিন সহ বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য। সুতরাং মানুষের ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণে যতটুকু পানাহারে প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, আর শরী‘আতও তাই অনুমোদন দেয়।

জনাব মুহিউদ্দিন মাস্ত্র বলেছেন, “অতিভোজন যেমন রোগের জন্ম দেয়, ঠিক তেমনি একেবারেই খাদ্য গ্রহণ না করা রোগের জন্ম দেয় ও ইবাদতে অলসতা সৃষ্টি করে। আর পানাহারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা অন্তরকে প্রশান্তি দান করে। সুতরাং পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত।”<sup>২৮</sup>

নবী স.ও খাদ্যের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন,

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ

কাফির ব্যক্তি খায় সাত পেটে আর মুমিন ব্যক্তি খায় এক পেটে।<sup>২৯</sup>

আর এতে অনেক উপকার বিদ্যমান, যেমন : সুস্থতা, সুন্দর বোধশক্তি, প্রখর মুখস্থ শক্তি, অল্প ঘুম, হালকা শরীর ইত্যাদি। এ জন্যই বিজ্ঞজনেরা বলেন, সবচেয়ে বড় ঔষধ হল পরিমাণ মত খাদ্য গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত পানাহার মানুষকে সম্পদ অপচয়ে বাধ্য করে, তার চিন্তা-চেতনা সর্বদাই খাদ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এজন্য সে দীর্ঘ সময় বাজারে ব্যয় করে, আর বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ক্রয় করে। আলী রা. বলেন, “যতটুকু খাদ্য দ্বারা ধনীরা বিলাসিতা করে ততটুকু খাদ্যই গরীবের ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।”<sup>৩০</sup> বলা হয়ে থাকে, البطنة تذهب الفطنة “অতিভোজন বুদ্ধিমত্তাকে লোপ করে দেয়।”<sup>৩১</sup>

উমর রা. বলেন,

يَأْكُمُ ، وَالْبَطْنَةُ فَإِنَّهَا مُكْسَلَةٌ عَنِ الصَّلَاةِ مُؤَدِّيَةٌ لِلْجَسَمِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي قَوْلِكُمْ فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْأَشْرِ وَأَصْحُ اللَّبَدَنِ وَأَقْوَى عَلَى الْعِبَادَةِ ، وَإِنَّ أَمْرًا لَنْ يَهْلِكَ حَتَّى يُؤْتَرَ شَهْوَتُهُ عَلَى دِينِهِ

<sup>২৮</sup> মুহিউদ্দিন মাস্ত্র, আত-ত‘আম ওয়াশ-শারাব বায়নাল ই‘তিদাল ওয়াল ইসরাফ, পৃ. ২৭

<sup>২৯</sup> ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ : আল-মু‘মিনু ইয়‘কুলু ফী মি‘আন ওয়াহিদিন..., বৈরুত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং-৫৪৯৩

<sup>৩০</sup> আবুল কাসিম যামাখশরী, রাবী‘উল আবরার, খ. ১, পৃ. ৪২০

<sup>৩১</sup> আবুল কাসিম যামাখশরী, আল-মুস্তকাছা ফী আমছালিল আরব, খ. ১, পৃ. ৩০৪

তোমরা অতিভোজন থেকে বিরত থাকো, কেননা তা সালাতে অলসতা সৃষ্টি করে, শরীরকে অসুস্থ করে দেয় এবং তোমরা পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। কেননা তা ক্ষতি থেকে দূরে রাখে, শরীরের সুস্থতা বৃদ্ধি করে, ইবাদতে শক্তি যোগায়। নিশ্চয় কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি তার দীনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার পূর্বে তার ধ্বংস হবে না।<sup>৩২</sup>

‘উমর ইবনু হবাইরা র. রোমের বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করল,

ما تعدون الأحمق فيكم ؟

তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা আহমক হিসেবে মনে কর?

রোমের বাদশাহ উত্তরে বললেন,

الذي يملأ بطنه من كل شيء يجد

যে ব্যক্তি সামনে যা পায় তাই দিয়ে তার পেট পূর্ণ করে।<sup>৩৩</sup>

ফারকাদ রহ. তার সাথীদের লক্ষ্য করে বলতেন,

إذا أكلتم فشدوا الأزر على أوساطكم ، وصغروا اللقم ، وشددوا المضغ ، ومصوا الماء مصا ، ولا يجل أحدكم إزاره فيتسع معاه ، وليأكل كل واحد من بين يديه .

তোমরা খাওয়ার সময় লুঙ্গি বেধে বসবে, লুকমা ছোট করবে, চিবিয়ে খাবে, পানি পান করবে, তোমাদের কেউ যেন তার লুঙ্গি ঢিলে করে না বসে, তাহলে তার পেট বড় হয়ে যাবে, আর তোমরা তোমাদের সামনে থেকে খাবে।<sup>৩৪</sup>

এ ব্যাপারে সকল চিকিৎসক একমত যে, রোগের প্রধান কারণ হল, খাওয়ার উপরে খাওয়া। এ জন্য ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওয়িয়াহ রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ “আত-তিব্ আন-নাবাবী” গ্রন্থে খাদ্যের তিনটি স্তর নির্ধারণ করেছেন :

১ম স্তর : প্রয়োজনীয় পরিমাণ;

২য় স্তর : এমন পরিমাণ যা যথেষ্ট;

৩য় স্তর : অতিভোজন।<sup>৩৫</sup>

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রমযান মাসেও আমাদের পরিবারের খরচ বৃদ্ধি পায়। এমনকি এই মাসেও অতিভোজনের কারণে অনেকের বদহজমিও হয়। আল-হাসান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উমর রা. তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ রা.-এর

<sup>৩২</sup> ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার‘ইয়্যাহ, প্রাণ্ডজ, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩-৪

<sup>৩৩</sup> আল-খতীব আল-বাগদাদী, আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাফিহ, খ. ২, পৃ. ৪৭৪

<sup>৩৪</sup> আবু নু‘আইম, হিলয়াতুল আউলিয়া, বৈরুত: দারুল কিতাবিল ‘আরবী, ১৪০৫ হি., খ. ৬, পৃ. ২৮৯

<sup>৩৫</sup> ইবনুল কাইয়িম আল-জাওয়িয়াহ, আত-তিব্ আন-নাবাবী, পৃ. ৫৬

ঘরে প্রবেশ করে তার নিকট কিছু গোশত দেখতে পেলেন। এ সময় তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই গোশত কেন? আব্দুল্লাহ রা. বললেন, গোশত খেতে মন চেয়েছে, তাই। উমর রা. বললেন,

وكلما اشتهيت شيئا أكلته كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهاه

কোন জিনিসের প্রতি আসক্তি হলেই কি তোমাকে তা খেতে হবে? কোন ব্যক্তির জন্য অপচয় করাটা এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার মন যা চাইবে তাই সে খাবে।<sup>৩৬</sup>

নিঃসন্দেহে এই উক্তিটি একটি প্রজ্ঞাবহ অর্থনীতির নিয়ম বহন করে, বিশেষ করে বর্তমান যুগে আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বিভিন্ন বস্তু ক্রয়ের জন্য নানাভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। একজন মনীষী মন্তব্য করেছেন যে, “আমরা সৌন্দর্যের জন্য যে পরিমাণ কাপড় ব্যবহার করি তা সারা বিশ্বের উলঙ্গদের জন্য যথেষ্ট হবে।” আলী গালুম বলেন, “আমাদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে যে, পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশী অপচয় করে, বিশেষ করে তাদের পোশাক এর ক্ষেত্রে। কিন্তু এমন কতক পুরুষ রয়েছে যারা মহিলাদের থেকেও বেশী অপচয় করে।” সাবাহ মালিকি বলেন, “অপচয়ের কারণ হল, মহিলারা অন্যের বাড়িতে, অন্যের গায়ে যে পোশাক, আসবাবপত্র দেখে তাই সে কিনতে চায়, যদিও এগুলোর তার প্রয়োজন নেই। এই মহিলাদের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে অনেক সময় স্বামীর মাসিক বেতন এর বাইরে কর্তব্য করতে হয়। এভাবে অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংসের মুখে পড়ে।”<sup>৩৭</sup>

বিভিন্ন আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় বিলাসী পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার কারণে মানুষও সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বাস্তব অবস্থা বাদরিয়াহ মুতাইরী তুলে ধরেছেন এভাবে যে, অধিকাংশ মহিলা স্বামীর নিকট অনেক অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল আসবাবপত্র দাবী করে, আর স্বামীও স্ত্রীর মন যোগাতে সেসব অনৈতিক দাবীগুলো পূরণ করে। অথচ এগুলো অপচয় ও হারাম। মহিলাদের এই বিলাসিতার জন্য বিজ্ঞাপনী কোম্পানীগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। পাশ্চাত্যের অনুকরণও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। আর অন্ধ অনুকরণ নির্দিষ্ট কোন স্থান বা জাতির মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। বরং সারা পৃথিবীতে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, যা পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব। মানুষের চাহিদা অপূর্ণীয়, বিশেষ করে বর্তমানে তা অতৃপ্ত। সে সব কিছুই চায়, তার সবকিছুতেই আসক্তি, সব রঙে সে রঙিন হতে চায়। আমরা আল্লাহর নিকট ঐ চক্ষু থেকে আশ্রয় চাই যা কাঁদে না, ঐ অন্তর থেকে যা ভয় করে না, ঐ নাফস থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, ঐ উদর থেকে যা পূরণ হয় না, আর ঐ দুআ থেকে যা কবুল হয় না।

<sup>৩৬</sup>. আলী ইবনু হুসামুদ্দীন আল-হিন্দী, *কানযুল উম্মাল*, বৈরুত : মুআসসাআতুর রিসালাহ, ১৯৮৯ খ্রী., হাদীস নং-৩৫৯১৯

<sup>৩৭</sup>. যায়দ বিন মুহাম্মাদ আর-রুমানী, ‘আল-ইসরাফ ওয়াত-তাবযীর’, পৃ. ৩৬২

অপচয়, অপব্যয়, ধ্বংস, ক্ষয়, সামাজিক অবক্ষয়, মানুষের বদহজম, ভূরি মোটা হওয়া সহ সকল অসুবিধার মূলে হল কেনাটাকার সময় নিয়মের তোয়াক্কা না করা, খাবারের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি ইত্যাদি। ডাস্টবিনগুলোর অবস্থা থেকেই অনুমেয় হয় দৈনিক কত খাদ্য আমরা অপচয় করে চলছি, তুফানের মত আমরা সম্পদ অপচয় করছি। আর এভাবেই পশু চরিত্র আমাদের ব্যক্তিতে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করেছে। আর গরীব, মিসকিনরা হাহাকার করে মরছে। তুচ্ছ জিনিসকে কেন্দ্র করে আমরা যে পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করি তা যদি একত্রিত করি, তাহলে অনেক মানুষের জীবন চলার গতি পাবে, পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে ওঠবে, জীবন সুন্দর হবে। যদি আমরা একটু চিন্তাভাবনা করে খরচ করি তাহলে অপচয় ও দরিদ্রতা নামক পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি সমস্যার অবসান হবে। এভাবে দুটির মধ্যে সমতা বিধান করলে দুই সমস্যাই দূরীভূত হবে।

### অপচয় ও অপব্যয়ের প্রতিকার

ইসলামের মূল সৌন্দর্যই হল মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। ইসলাম যেভাবে অপচয়কে নিষেধ করেছে তেমনি কৃপণতাকেও নিষেধ করে। এজন্যই কুরআন-সুন্নাহ মুসলিমদের পানাহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, সৌন্দর্য, যোগাযোগের মাধ্যম, বিবাহ-শাদী সব কিছুতেই সীমারেখা চিহ্নিত করে দিয়েছে।

এ জন্যই একজন মুসলিমের খরচ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধানাবলি পালন করা আবশ্যিক :

০১. অর্থনৈতিক দিক যেন মুমিনকে গ্রাস করে না ফেলে, বরং মুমিন ব্যক্তি তার আকীদা ও মুমিনের চরিত্র অনুযায়ী তার অর্থনীতি পরিচালনা করবে;
০২. মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সম্পদ ব্যয় করা;
০৩. অহংকার বর্জন করা;
০৪. হারাম থেকে দূরে থাকা;
০৫. নিয়মতান্ত্রিকতা মেনে সম্পদ ব্যয় করা;
০৬. সচ্ছলতার সময় অসচ্ছল সময়ের জন্য সম্পদ জমা করে রাখা।

একজন মুসলিম শরী‘আহ প্রণীত সীমারেখার মধ্যেই তার সম্পদ ব্যয় করবে। আর এটা ওঠানামা করবে বৈধ ও হারামের মাঝে।

**প্রথমত**, মধ্যমপন্থা অবলম্বন : এটি হল বৈধতার পর্যায়ে। যা অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি অবস্থান করা। সৌন্দর্য ও একেবারেই পরহেজগারিতার মধ্যবর্তী অবস্থান। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই নীতি গ্রহণ করে না। তারা সৌন্দর্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এক্ষেত্রে অনেকে অপচয়ও করে ফেলে অথচ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাও আল্লাহর বান্দাদের একটি গুণ।

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾

এবং তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পছা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।<sup>৩৬</sup>

নবী স. বলেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤُوا غَيْرَ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ

তোমরা খাও, পান করো, দান করো এবং পরিধান করো, তবে অহঙ্কার ও অপচয় ব্যতীত।<sup>৩৭</sup>

**দ্বিতীয়ত, সৌন্দর্য :** সৌন্দর্য অবলম্বন করা অবশ্যই বৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾

এবং আপনার পালনকর্তার নি'য়ামতের কথা প্রকাশ করুন।<sup>৪০</sup>

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

হে বনী আদম, তোমরা সাজসজ্জা করে নাও প্রত্যেক নামাযের সময়, আর খাও, পান করো এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।<sup>৪১</sup>

নবী স. বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَىٰ أَمْرٌ نِعْمَتُهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে তাঁর দেয়া নি'য়ামতের প্রভাব দেখতে ভালোবাসেন।<sup>৪২</sup>

তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণীয় যে, সৌন্দর্য যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়। যেন অপচয়ের পর্যায়ে না পড়ে।

**তৃতীয়ত, দুনিয়া বিমুখতা :** এটি একটি প্রশংসনীয় গুণ। খুব কম মানুষই এই গুণে গুণান্বিত। এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন নবী-রাসূলগণ আ., অতঃপর পূর্বকার অনেক আলিম, আর পরবর্তী যুগের খুব কম সংখ্যক লোক। এই কাজে অবশ্যই নিজের চাহিদাকে ত্যাগ করতে হয়, নিজের উপরে অপরকে প্রাধান্য দিতে হয়। আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা অনেক কল্যাণকর।

<sup>৩৬</sup>. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৭

<sup>৩৭</sup>. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরুত : মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., হাদীস নং-৬৬৯৫; হাদীসটির সনদ হাসান।

<sup>৪০</sup>. আল-কুরআন, ৯৩ : ১১

<sup>৪১</sup>. আল-কুরআন, ০৭ : ৩১

<sup>৪২</sup>. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, অধ্যায় : আয-আদাব, পরিচ্ছেদ : ইন্নাগ্লাহা ইউহিব্বু আইইউরাআ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৮১৯। হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ فَوَلِيُّكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾

যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারা ই সফলকাম।<sup>৪৩</sup>

**চতুর্থত, কৃপণতা :** কৃপণতা করা হারাম। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু, এমনকি তার নিজেরও শত্রু এবং প্রত্যেক ঐ জিনিসের শত্রু যা মানুষের উপকার করে। এভাবে যে সে নিজের প্রয়োজনও পূরণ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخِلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾

যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে।<sup>৪৪</sup>

নবী স. বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِّ أَمْرُهُمْ بِالْبُخْلِ فَبُخِلُوا وَأَمْرُهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمْرُهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا

তোমরা কৃপণতা থেকে দূরে থাকো; কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনেকেই কৃপণতার জন্য ধ্বংস হয়েছে। (শয়তান) তাদেরকে কৃপণতার আদেশ দিতো আর তারা কৃপণতা করতো, সে তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ দিলে তারা তা ছিন্ন করতো, এবং সে তাদেরকে পাপাচারে লিপ্ত হতে নির্দেশ দিলে তারা তাতে লিপ্ত হতো।<sup>৪৫</sup>

**পঞ্চমত, অপচয় ও অপব্যয় :** জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রেই অপচয় ও অপব্যয় করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।<sup>৪৬</sup>

<sup>৪৩</sup>. আল-কুরআন, ৫৯ : ০৯

<sup>৪৪</sup>. আল-কুরআন, ৪৭ : ৩৮

<sup>৪৫</sup>. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আশ-শুহু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭০০

<sup>৪৬</sup>. আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১



অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।<sup>৪৭</sup>

নবী স. বলেন,

شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ غَدُوا بِالنَّعِيمِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ النَّيَابِ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ

আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি তারা, যারা বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার খায় এবং বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে, আর লম্বা লম্বা কথা বলে বেড়ায়।<sup>৪৮</sup>

এ জন্য সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেধে দিয়েছে। যেমন :

১. বিলাসবহুল জীবনযাপন না করা। অর্থাৎ দুনিয়ার চাকচিক্য ও বিলাসিতাতে গা ভাসিয়ে না দেয়া। এ ধরনের বিলাসিতাকে ইসলাম সমর্থন করে না বরং নিন্দা করে। আর বিলাসিতার কারণেই আল্লাহর আযাব-গযব নেমে আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا﴾

যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদের উদ্বুদ্ধ করি, অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর ওপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। পরিশেষে আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।<sup>৪৯</sup>

২. অপচয় না করা, আবার সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেয়া;

৩. সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা;

৪. হারাম ও ক্ষতিকর পণ্যদ্রব্যাদি বর্জন করা।

আল্লাহ তা'আলা ভাল জিনিসকে বৈধ করেছেন আর ক্ষতিকর ও নোংরা জিনিসকে হারাম করেছেন। আর ইসলামী আইনের একটি মৌলনীতি হল, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ক্ষতি করবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এ মূলনীতিটি রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।<sup>৫০</sup>

৪৭. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

৪৮. ইমাম আস-সুযুতী, আল-ফাতহুল কাবীর ফী যাম্মিয়া যিয়াদাহ ইলাল জামি'ইস সগীর, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি., খ. ০২, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং- ৭০৬৪

৪৯. আল-কুরআন, ১৭ : ১৬

৫০. ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৮৬৫; হাদীসটির সনদ হাসান।

৫. অহংকার না করা। যেহেতু ইসলাম ততটুকুই বৈধতা দিয়েছে যতটুকুর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। অহংকার প্রদর্শনের জন্য সম্পদ ব্যয়কে ইসলাম অনুমোদন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُفْتَقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত, যার ওপর কিছু মাটি পড়ে ছিল। অতঃপর এর ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হল, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ওই বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।<sup>৫১</sup>

নবী স. বলেন,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خِيَلَاءَ

যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড়কে ঝুলিয়ে টেনে টেনে পরে, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।<sup>৫২</sup>

৬. ক্ষুধার মাধ্যমে মানবীয় চাহিদাকে বশীভূত করা। মানুষ যখন পানাহারে পরিতৃপ্ত হয় তখন তার মধ্যে কুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে। আর ক্ষুধার্ত থাকলে তা শান্ত থাকে। আলিম ও ফকীহগণের কাছ থেকে ক্ষুধার বিভিন্ন উপকার বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

১. অন্তর পরিষ্কার থাকে ও অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়;
২. অহমিকা ও খারাবী দূরীভূত হয়;
৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ আপদের কথা স্মরণ হয়;
৪. কুপ্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা যায়;
৫. ইবাদতে অধ্যবসায় বাড়ে;
৬. দান-সাদকা করতে মন চায়;

৭. ভালভাবে অর্থনীতি বুঝা যায়। অর্থাৎ আয়ের উৎস ও ব্যয়ের ক্ষেত্র সম্পর্কে ভালভাবে ধারণা রাখা। এক্ষেত্রে আমরা নবী জীবনের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি, যা নবী স. তার সাহাবীদের জন্য পেশ করে ছিলেন :

৫১. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৪

৫২. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আল-লিবাস, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৪৪৬

ক. এই শিক্ষা গ্রহণ করা যে, অন্তরের অমুখাপেক্ষিতাই প্রকৃত অমুখাপেক্ষিতা। আবু যার রা. বলেন, নবী স. আমাকে বললেন, তুমি কি মনে করো যে, সম্পদ বেশি থাকাই ধনী হওয়া? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, তুমি কি মনে করো যে, সম্পদ কম থাকাই দরিদ্রতা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন নবী স. বললেন,

إِنَّمَا الْعِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ

প্রকৃত ধনাঢ্যতা হচ্ছে অন্তরের ধনাঢ্যতা আর প্রকৃত দরিদ্রতা হচ্ছে অন্তরের দরিদ্রতা।<sup>৫০</sup>

এর অর্থ হল আয়ের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা, ব্যয়ের সময় হিসাব করে ব্যয় করা।

খ. জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে ভালভাবে বুঝে শুনতে হবে। আবু সাদ্দ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, কিছু সংখ্যক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদের দিলেন, পুনরায় তারা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তার নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন,

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ....

আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে যাচনা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নি'আমত কাউকে দেওয়া হয়নি।<sup>৫১</sup>

সুতরাং মনের দিক থেকে অল্পে তুষ্ট থাকা, হাত না পাতা, ধৈর্য ধারণ করা কাম্য। আর শারীরিক দিক থেকে কাম্য হল কাজ করে জীবিকা উপার্জন করা। নবী স. বলেন,

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَسْبِغُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বহণ করে বাজারে যায়, তারপর সেখানে তা বিক্রি করে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন, এটা মানুষের কাছে তার হাতপাতার চেয়ে উত্তম; কারণ মানুষ তাকে কিছু দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।<sup>৫২</sup>

<sup>৫০</sup>. ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯০, হাদীস নং-১০৩৪৪

<sup>৫১</sup>. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আল-ইসতি'ফাফ 'আনিল মাসআলাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪০০

<sup>৫২</sup>. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আল-ইসতি'ফাফ 'আনিল মাসআলাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪০২

এ জন্যই মক্কার লোকেরা ব্যবসা করত, আর মদীনার লোকেরা চাষাবাদ করত।

গ. নিজস্ব আয়ের মধ্যেই ব্যয় সীমাবদ্ধ করার শিক্ষা গ্রহণ করা। নবী স. বলেন,

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّلَاثُ لِلزَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

একটি বিছানা স্বামীর জন্য, আরেকটি স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য।<sup>৫৩</sup>

এর উদ্দেশ্য হল খরচ কম করা, যাতে করে ঋণ করতে অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়। নিজের সম্পদ দ্বারাই যেন যথেষ্ট হয়।

ঘ. দানের অভ্যাস করা। নবী স. বলেন,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَعَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত হচ্ছে দাতা আর নিচের হাত হচ্ছে গ্রহীতা।<sup>৫৪</sup>

হাদীসের উদ্দেশ্য হল, সামাজিক বৈষম্য দূর করা, যাতে দানকারীর সংখ্যা বেশি হয়, গ্রহণকারীর সংখ্যা কম হয়।

এভাবেই নবী স. তার প্রিয় সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারাও সেই শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনে বাস্তবায়ন করেছিল। দাওয়াতের ময়দানে এর বিশাল প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সুতরাং আমাদের উচিত হল, উক্ত চরিত্রগুলো নিজেদের মধ্যে সন্নিবেশ ঘটানো, মুসলিমদের ঐ চরিত্র থেকে দূরে থাকা উচিত, যা উক্ত সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলোকে ধ্বংস করে। আর এটা জানা উচিত যে, যেই ব্যয় অহংকার প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে তার মাধ্যমে শুধুমাত্র সমাজে দরিদ্রতাই বৃদ্ধি পায়। এ জন্য মুসলিমদের উচিত, সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। এর অর্থ এই নয় যে, নিজের আয় থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না বা আল্লাহর নি'আমত এর সদ্ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু ইসলাম চায়, মানুষ তার সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুক, ইসলাম ধোঁকাবাজিকে অপছন্দ করে আর অন্যের অনুকরণ করতে গিয়ে অপচয় করাকেও নিষেধ করে। অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পানাহারের আয়োজন করা, বিশেষ করে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদিতে এগুলোর মাধ্যমে সম্পদ নষ্ট ও ভবিষ্যতের বিপদই ডেকে আনা হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি মুসলিমের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত।

<sup>৫৩</sup>. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায় : আল-লিবাস ওয়ায-যীনাহ, পরিচ্ছেদ : কারাহিয়াতু মা যাদা 'আলাল হাজাত মিনাল ফিরাসি ওয়া লিবাসি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৫৭৩

<sup>৫৪</sup>. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : লা সাদাকাতা ইল্লা 'আন যাহরি গিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৬২

**উপসংহার**

ইসলামী জীবনধারায় অপচয় ও অপব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম অপচয় ও অপব্যয়কে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। কোন মুসলিম কখনো তার অর্থ-সম্পদের সামান্য অংশও অপচয় কিংবা অপব্যয় করতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় এবং দরিদ্রতা দূরীকরণে আন্তর্জাতিকভাবে অপচয়-অপব্যয় বন্ধ করতে হবে। তবে এটা শুরু করতে হবে নিজের থেকে। ব্যক্তি যখন নিজে অপচয় ও অপব্যয় না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে পরকালে জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আয় এবং ব্যয় করবে, তখনই কেবল অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হতে পারে, অন্যথায় নয়। তাই ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকলকেই এই অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করে তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থ ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এটাই শরী'আহর অন্যতম উদ্দেশ্য।